আমাদের অধিকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং স্বদেশের জন্য আকুলতা:

নৃশংসতা প্রতিরোধে রোহিঙ্গা যুবকদের প্রতিক্রিয়া

Volume 2

Type to enter text

SAVE
Social Action of Voluntary Efforts

AJAR
ASIA JUSTICE AND RIGHTS

আমাদের অধিকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং স্বদেশের জন্য আকুলতা: নৃশংসতা প্রতিরোধে রোহিঙ্গা যুবকদের প্রতিক্রিয়া

হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম।
এই ছবির বইটি ২০২৩-২০২৪ সালে এ.জে.এ.আর. এবং সেভ দ্বারা পরিচালিত অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।
আমরা আপনাদের কাছে আমাদের গবেষণার মূল ফলাফলগুলো তুলে ধরতে চাই।
আমাদের গবেষণায় তুলে ধরা বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

© এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস ২০২৪

লেখক সমূহ: Galuh Wandita, Mohammad Pizuar Hossain, Tati Krisnawaty, Angelina Lizar, and Dodi Yuniar

গবেষণা দল: Abu Toyoub, Muhammad Pizuar Hossain, Nasrin Akter, Shakila Yesmin, Shakutara, Luthfunnahar Shancyi, Sumaiya Bashar, Pia Conradsen, Tati Krisnawaty, and Zia Uddin

বাংলা অনুবাদক: Mohammad Pizuar Hossain

বাংলা অনুবাদে সহায়ক দল: Nasrin Akter, Shakila Yesmin, and Sumaiya Bashar

রোহিঙ্গা পুরুষ স্বেচ্ছাসেবী দল: MU, HB, PS, CE, NS, WM, SY, EZ, WK, PR, DI, and NA.

রোহিঙ্গা নারী স্বেচ্ছাসেবী দল: TV, ML, TG, RM, TC, BH, BR, GM, MP, QS, YF, HD, and SK.

সম্পাদক সমূহ: Richard Manning, and Nick Dobrijevich

চিত্রণ: Novie Elisa

ছবি: Nasrin Akter, Dewie Anggraini, Faisal Bustamam, Rohingya facilitators, and Sametkoprubasi (পৃষ্ঠা ৩).

অন্যথায় উল্লেখ করা ব্যতীত, এই বইয়ের বিষয়বস্তু ক্রিয়েটিভ কমন্স (বিশেষায়িত, অ-বানিজ্যিক, মৌলিক, আন্তর্জাতিক ৪.০) লাইসেন্সের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ legalcode

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইটসমূহ দেখুনঃ www.asia-ajar.org or www.savelkp.org.

যদি কোন তথ্য এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস এবং সেভ ছাড়া অন্য কোন সত্তার হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তথ্যগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স সাপেক্ষে নয়।

আমাদের অধিকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং স্বদেশের জন্য আকুলতা:

নৃশংসতা প্রতিরোধে রোহিঙ্গা যুবকদের প্রতিক্রিয়া

Volume 2

SAVE
Social Action of Voluntary Efforts

AJAR
ASIA JUSTICE AND RIGHTS

পটভূমিঃ

পটভূমিঃ

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখ থেকে শুরু করে ৭০০,০০০ এর অধিক রোহিঙ্গা মিয়ানমারের রাখাইন রাষ্ট্র থেকে নাফ নদী পার করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার এই ঘটনাকে

"পাঠ্যপুস্তকের জাতিগত নির্মূল বিষয়ক উদাহরণ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

বাংলাদেশের কক্সবাজার শরনার্থীদের বিশ্বের সর্ববৃহৎআশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে।

এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস (এ.জে.এ.আর.), ২০১৯ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (এল.ডব্লিউ.এম.) এর সাথে এবং ২০২৩ সাল থেকে সেভ (এস.এ.ভি.ই.) এর সাথে কাজ করে যাচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে রোহিঙ্গা গোষ্ঠীকে মানবাধিকার এবং ন্যায় বিচারের সংলাপে একীভূত করাই এ.জে.এ.আর-এর মূল লক্ষ্য।

আমাদের অংশগ্রণমূলক কার্যক্রম এবং কাঠামোঃ

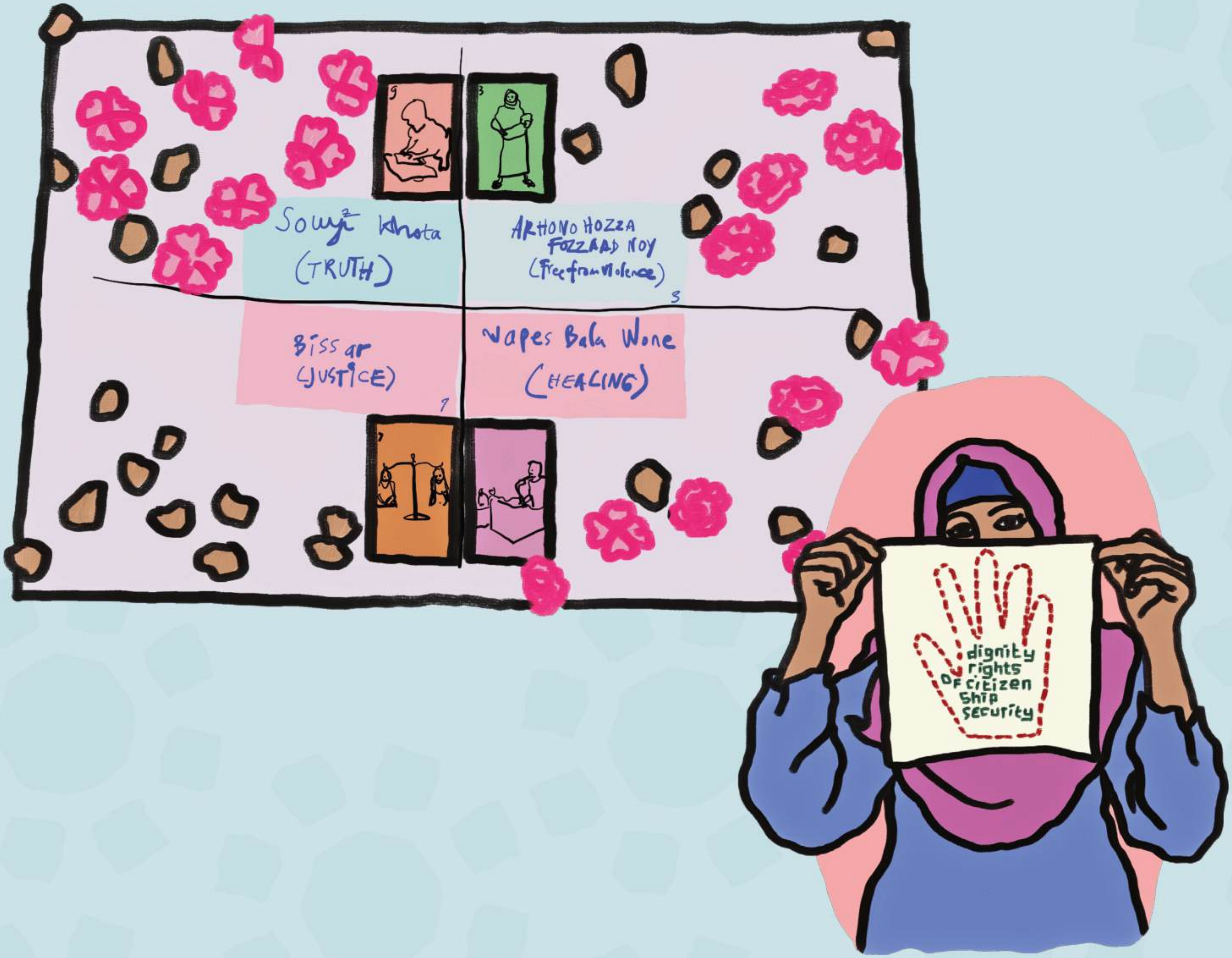

আমাদের অংশগ্রণমূলক কার্যক্রম এবং কাঠামোঃ

এ.জে.এ.আর. সংঘাতে আক্রান্ত হওয়া সম্প্রদায়ের জন্য অংশগ্রণমূলক কার্যক্রমের বিকাশ ঘটিয়েছে।

এর কার্যপ্রণালীগুলো রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরে বসবাসকারী তরুণদের বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য অবলম্বন করা হয়েছে।

কার্যপ্রণালীগুলো ট্রানজিশনাল জাস্টিস কাঠামো দ্বারা জানানো হয়েছে। পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন সংঘটিত হওয়া ও তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা, এবং দায়মুক্তির প্রেক্ষাপট ও ন্যায়বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরার মাধ্যমে একটি সামগ্রিক মডেল তৈরী করা হয়েছে।

কার্যপ্রণালীর কাঠামোতে নিম্নোক্ত চারটি স্তম্ভ রয়েছেঃ

- সত্য অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা করা
- ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা
- ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা
- ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা

আমাদের প্রক্রিয়াঃ

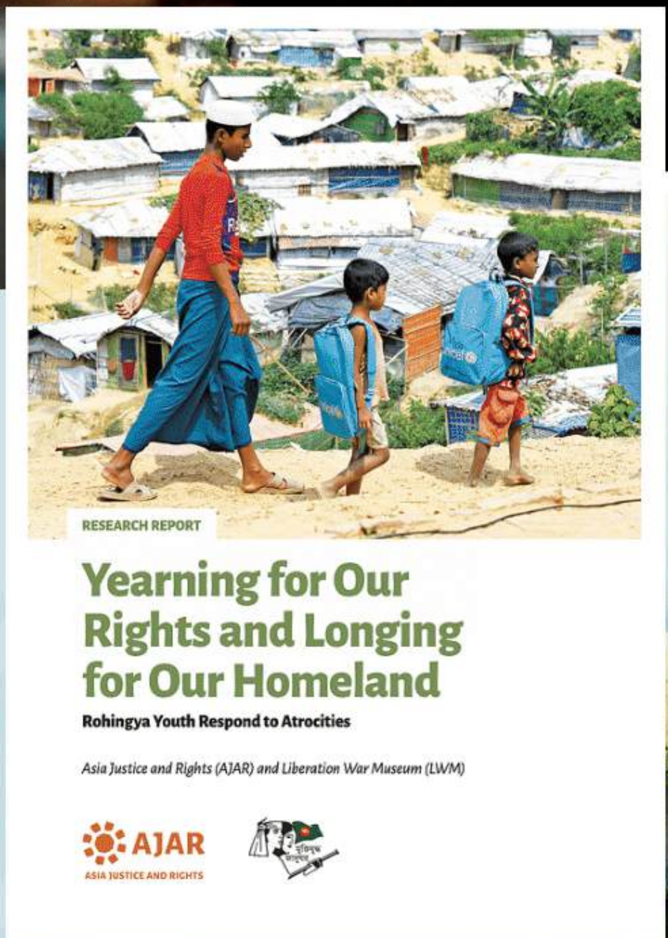

RESEARCH REPORT

Yearning for Our Rights and Longing for Our Homeland

Rohingya Youth Respond to Atrocities

Asia Justice and Rights (AJAR) and Liberation War Museum (LWM)

AJAR
ASIA JUSTICE AND RIGHTS

আমাদের প্রক্রিয়াঃ

২০২৩ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী, এ.জে.এ.আর. এবং এল.ডব্লিউ.এম. রোহিঙ্গা যুবকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন আলোচনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রাথমিকভাবে, মোট ২৫ জন রোহিঙ্গা যুবক (নারী ও পুরুষ) এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে । পরবর্তীতে, তারা তাদের নিজ নিজ ক্যাম্পের সর্বমোট ৬৯ জন নারী ও পুরুষের সাথে অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এই কার্যক্রমের ধারা বজায় রেখে, এ.জে.এ.আর. এবং সেভ সম্মিলিতভাবে রোহিঙ্গা যুবকদের সাথে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসব্যাপী অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

এই বইটি কক্সবাজারের দুইটি ক্যাম্পের ৭০ জন রোহিঙ্গা পুরুষ ও ৩৪ জন রোহিঙ্গা নারীর কাছ থেকে সংগ্রহীত চারটি মূল শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচিত উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

ফলাফল ১: অমীমাংসিত মানসিক আঘাত এবং ক্যাম্পের জীবনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং তরুণদের বিভিন্ন সুযোগের অভাব তাদের জীবনব্যবস্থাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে।

ফলাফল ১: অমীমাংসিত মানসিক আঘাত এবং ক্যাম্পের জীবনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং তরুণদের বিভিন্ন সুযোগের অভাব তাদের জীবনব্যবস্থাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে।

"আমার পরিষ্কারভাবে মনে পড়ছে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে আমাদের উপর যে আক্রমন করা হয়েছিলো তা কতটা ভয়ংকর ছিল। আমরা সবাই চিৎকার করছিলাম আর বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দৌড়ে পালাচ্ছিলাম। আমাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিলো এবং লোকজন মারা যাচ্ছিলো।" **(নারী, ৩৩)**

"আমার বয়স যখন মাত্র ১৪ বছর, মিয়ানমারের সেনারা আমাদের ঘর এবং যা কিছু ছিলো সব ধ্বংস করেছে। আমাদের সমগ্র গ্রাম তারা ধ্বংস করেছে। মিয়ানমারের সেনারা আমাদের পরিবারের সদস্যদের অমানবিকভাবে মারধর এবং নির্যাতন করেছে । জোরপূর্বক আমাদের জন্মভূমি থেকে বিতারিত করে দেয় এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বাধ্য করে।" **(পুরুষ, ২১)**

এই আঘাতমূলক অভিজ্ঞতাগুলো গভীর ক্ষত রেখে গেছে এবং তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

এই আঘাতমূলক অভিজ্ঞতাগুলো গভীর ক্ষত রেখে গেছে এবং তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

“নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমি শরনার্থী শিবিরে জীবনযাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। একইসাথে, যে নৃশংসতার আঘাত আমাকে আমার ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেছে তা প্রতিনিয়ত মানিয়ে চলারও চেষ্টা করছি । আমি এখনো দৃঢ় আছি । আমি আশা করি আমার এবং আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ ভালো হবে । (**নারী, ২৫**)

“যদিও আমি ক্যাম্পে নিরাপদে বসবাস করছি, মিয়ানমারের সহিংসতার স্মৃতি আজও আমার পিছু ছাড়েনি।“ (**নারী, ৩৬**)

ক্যাম্প জীবনে অনিশ্চয়তা, ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, বন্যা ও অগ্নিকাণ্ড এবং সীমিত পরিসরে শিক্ষাব্যবস্থা থাকার কারনে একটি উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখা তরুণদের মানসিক অশান্তিকে আরও জটিল করে তুলছে।

ক্যাম্প জীবনে অনিশ্চয়তা, ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, বন্যা ও অগ্নিকাণ্ড এবং সীমিত পরিসরে শিক্ষাব্যবস্থা থাকার কারনে একটি উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখা তরুণদের মানসিক অশান্তিকে আরও জটিল করে তুলছে।

"আমি নিরাপদ বোধ করছিনা কারন একজন মানুষ হিসেবে আমার যা যা অধিকার পাওয়ার কথা আমি তা থেকে বঞ্চিত। ফলাফলস্বরুপ, আমি সর্বদা হতাশায় ভুগছি। (**পুরুষ, ৩৮**)

"আমি প্রতিনিয়তই কিছু নিয়ে চিন্তিত থাকি। ক্যাম্পের বর্তমান অবস্থা প্রতিকূল নয়। প্রতিদিন হত্যাকান্ড, গোলাগুলি, এবং অগ্নিকান্ড ঘটছে। এটা খুবই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে।" (**নারী, ২৭**)

"শরনার্থী ক্যাম্পের প্রতিনিয়ত জীবনে আমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে।" (**নারী, ২৪**)

ফলাফল ২: অনেক তরুণ-তরুণীর কাছে ন্যায়বিচার ও মানসিক প্রশান্তির অধিকার বলতে বুঝায় যে তারা তাদের পূর্ণ অধিকার নিয়ে নাগরিক হিসেবে মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারে।

ফলাফল ২: অনেক তরুণ-তরুণীর কাছে ন্যায়বিচার ও মানসিক প্রশান্তির অধিকার বলতে বুঝায় যে তারা তাদের পূর্ণ অধিকার নিয়ে নাগরিক হিসেবে মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারে।

অংশগ্রহণকারীরা গণহত্যার আগে মিয়ানমারে তাদের জীবন সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে। সেই বর্ণনায় তাদের আকাঙ্ক্ষার গভীর অনুভূতি ছিল, এবং অতীতের আঘাতের স্মৃতিগুলির বিবরণ ছিল।

"আমি প্রতিনিয়ত ভাবতে থাকি কখন আমি আমাদের সোনালী আরাকান ফেরত যেতে পারবো। আমরা আমাদের অধিকার, ন্যায় বিচার, এবং নাগরিকত্ব নিয়ে বাড়িতে ফিরতে চাই। আমরা এভাবে শরনার্থী হয়ে থাকতে চাইনা। আমরা আমাদের স্বদেশে ফেরত যেতে চাই।" (**পুরুষ, ২১**)

"মিয়ানমারে আমাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। নাগরিকত্ব কার্ড ব্যবস্থা আমাদেরকে দাসত্বে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, কারণ এর মাধ্যমে আমাদের সম্পদের মালিকানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত কর/শুল্ক আরোপ করা হয়েছে যা অন্যান্য জাতিগত গোষ্ঠীর উপর আরোপ করা হয়নি। আমাদের নাগরিকত্ব বিলুপ্ত করার অভিপ্রায়ে নাগরিকত্ব আইন (১৯৮২) প্রণীত হয়েছিল, তাই এটি বাতিল করা হলে তা আমাদের নাগরিকত্বের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে।" (**নারী, ২৮**)

রোহিঙ্গা যুবকরা তাদের মাতৃভূমির কথা স্মরণ করার সাথে সাথে শিশু হিসাবে যেসকল বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছে তার কথাও বর্ণনা করেছে।

রোহিঙ্গা যুবকরা তাদের মাতৃভূমির কথা স্মরণ করার সাথে সাথে শিশু হিসাবে যেসকল বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছে তার কথাও বর্ণনা করেছে।

"আমাদের শৈশবকালে যখন আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করি তখনও আমরা বৈষম্যের শিকার হয়েছি। আমরা যদিও জানতাম শৈশবকাল আমাদের উপভোগ করার সময়, কিন্তু আমাদের রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর চলাফেরার কোন স্বাধীনতা ছিলো না। যার ফলে, আমরা আমাদের শৈশবকাল উপভোগ করতে পারিনি।" (**পুরুষ, ১৯**)

"আমি একজন কিশোর হিসেবেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের অধিকার এবং চলাফেরার কোন স্বাধীনতা নেই। আমি আরও বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের সর্বজনীন মানবাধিকার এবং হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার কোন অধিকারও নেই।" (**পুরুষ, ৩৩**)

তরুণরা তাদের স্বদেশে ফেরার আশায় আছে। তবে এই প্রত্যাবর্তনের সাথে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈষম্যের অবসান এবং মিয়ানমারের সকল জাতিগোষ্ঠীর জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

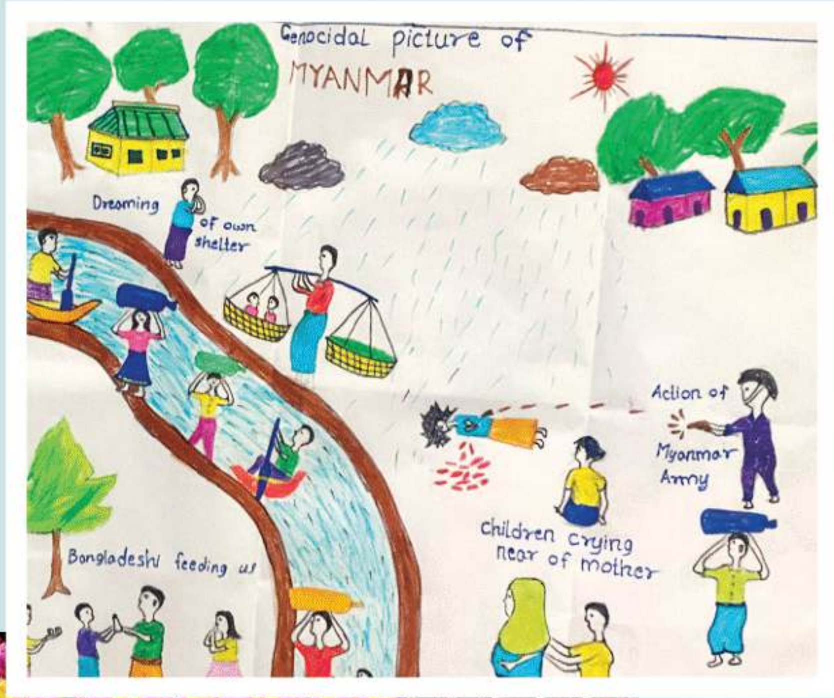

তরুণরা তাদের স্বদেশে ফেরার আশায় আছে। তবে এই প্রত্যাবর্তনের সাথে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈষম্যের অবসান এবং মিয়ানমারের সকল জাতিগোষ্ঠীর জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

"মিয়ানমার রাষ্ট্র হিসেবে তার নাগরিকত্ব আইনের সংশোধণ করা, আমাদের নিরাপত্তা (safe and security) নিশ্চয়তা করা, এবং আমাদের অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনতে পারে। মিয়ানমারের নাগরিকত্ব আইনে রাখাইনের রোহিঙ্গাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। সরকারের উচিত আমাদের সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।" **(পুরুষ, ২৩)**

"আমি বিশ্বাস করি রোহিঙ্গাদেরকে তাদের ন্যায় বিচারের সহিত নিজ দেশে বসবাস করতে দেওয়া উচিত। আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা এবং স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ করে দেওয়া উচিত।" **(নারী, ১৯)**

"আমরা আমাদের অধিকার ও ন্যায় বিচারের সহিত নিজ দেশে ফেরত যেতে চাই। যদি মিয়ানমার আমাদের ফেরত নিতে না চায়, আমরা নিরাপত্তা বেষ্টিত একটা ভালো জীবন চাই। আমারা আমাদের নিজ দেশে ফেরত না যেতে পারলে, অন্যকোন দেশে পুনর্বাসন চাই।" **(পুরুষ, ২১)**

ফলাফল ৩: রোহিঙ্গা যুবকরা এখনো সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য অগাধ বিশ্বাসী তবে শিক্ষা এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদের জরুরি সহায়তা প্রয়োজন।

ফলাফল ৩: রোহিঙ্গা যুবকরা এখনো সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য অগাধ বিশ্বাসী তবে শিক্ষা এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদের জরুরি সহায়তা প্রয়োজন।

“আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরী যাতে তারা হারিয়ে যাওয়া প্রজন্ম না হয়ে যায় এবং অশিক্ষিত না থেকে যায়। আমাদের রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর দূর্ভাগ্যজনক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের সন্তানদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।“ **(নারী, ২৮)**

“যদিও আমাদের বাস্তবতা কঠিন, তবুও আমি একটা সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় আছি। আমি ভাবি যে, নিজে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং অন্যকে সাহায্য ও সহযোগীতা করার মাধ্যমে আমরা আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং বিচারহীনতার পরিবেষ্টন থেকে বের করতে পারবো।“ **(নারী, ৩৩)**

প্রতিদিনের দুর্ভোগ সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন রয়েছে। সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন শিক্ষার অধিকার এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার।

প্রতিদিনের দুর্ভোগ সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন রয়েছে। সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন শিক্ষার অধিকার এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার।

“২০১৭ সালের সংঘাতের ফলে আমাকে আমার বাড়ি-ঘর ছাড়তে হয়েছে এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, ধর্মীয় বাধার কারনে আমার পরিবার আমাদেরকে ঘরের ভেতরে থাকতে বাধ্য করেছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছাড়া আমার নিজেকে এখন শূন্য মনে হয়। আমার ক্যাম্পে আমার মতন যারা আছে, তাদের জন্যও আমার একই ধরনের অনুভূতি হয়।“ (**নারী, ১৮**)

“সময় যতটা অতিবাহিত হচ্ছে, এই শরনার্থী ক্যাম্পে আমাদের বয়স ততটা বেড়েই চলেছে। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই। আমরা এখন এটাই অনুভব করি যে, আমরা বন্দী এবং বাধাগ্রস্থ, যেন আমরা কারাগারে আছি। (**পুরুষ, ২৮**)

ভবিষ্যত নিয়ে আশার মাত্রা পরিবর্তিত হয়। মিয়ানমারের অগ্রগতির অভাব এবং অবনতিশীল পরিস্থিতির কারণে অনেক তরুণ মনে করে যে তারা আশা হারিয়ে ফেলছে।

ভবিষ্যত নিয়ে আশার মাত্রা পরিবর্তিত হয়। মিয়ানমারের অগ্রগতির অভাব এবং অবনতিশীল পরিস্থিতির কারণে অনেক তরুণ মনে করে যে তারা আশা হারিয়ে ফেলছে।

“আমরা বিশ্বাস করিনা যে আমাদের প্রত্যাবাসন খুব শীঘ্রই ঘটবে। আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা খুবই অনিশ্চিত। সকল নৃ-গোষ্ঠীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা জরুরী। একইসাথে তাদের সম্মান, অপরাধীদের জবাবদিহিতা, এবং মিয়ানমারে সকলের মানবাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।“ **(পুরুষ, ৪২)**

ফলাফল ৪: রোহিঙ্গা যুবকরা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন – কিন্তু বিচার কার্যক্রমের অগ্রগতি ধীরগতিতে হওয়ায় তাদের প্রতিক্রিয়া মিশ্র।

ফলাফল ৪: রোহিঙ্গা যুবকরা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন – কিন্তু বিচার কার্যক্রমের অগ্রগতি ধীরগতিতে হওয়ায় তাদের প্রতিক্রিয়া মিশ্র।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিচারের প্রতিবেদন এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে ক্যাম্পে তথ্য ও সচেতনতা রয়েছে।

"এফ.এফ.এম. বর্তমানে সচল নয়, এবং এর ফলাফলগুলো আই.আই.এম.এম. এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের ন্যায় বিচারের প্রক্রিয়ায় আই.সি.সি. এবং আই.সি.জে. সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। আমার পরিবার এবং সমাজ এই বিষয়ে অবগত রয়েছে। " ***(নারী, ২৮)***

"আমি আত্মবিশ্বাসী যে, আমাদের যে নির্যাতন করা হয়েছে তার সুষ্ঠ্য ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আমি অবগত আছি যে, গাম্বিয়া আমাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে আই.সি.জে. তে মামলা করছে। " **(পুরুষ, ১৮)**

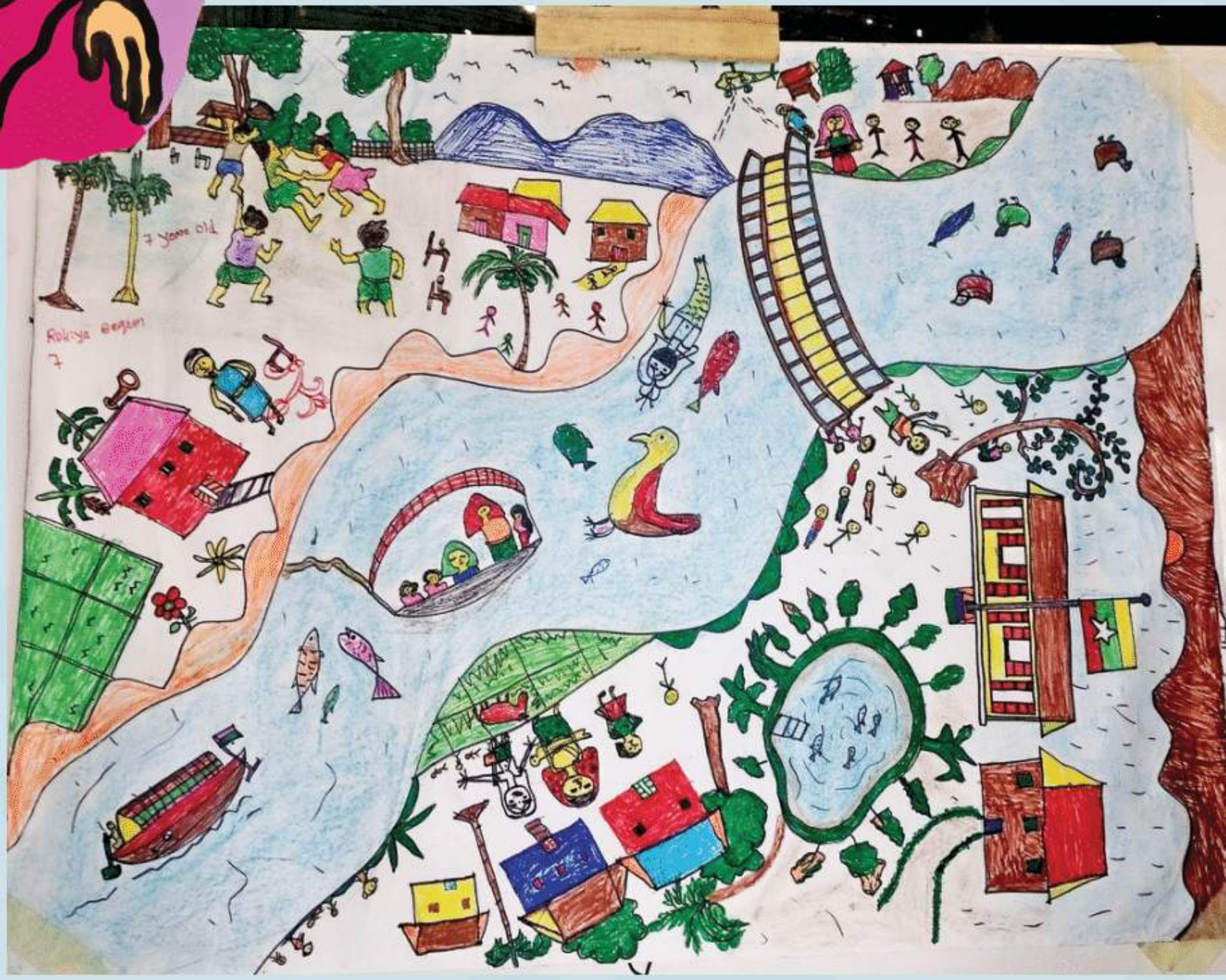

RIGHT FOR EDUCATION
PSYCHOSOCIAL HEALING
COMMUNITY REBUILDING

রোহিঙ্গা যুবকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে সচেতনতা রয়েছে, আবার সেখানে ভিন্ন রকমের আকাঙ্ক্ষা ও ভ্রান্ত ধারণাও রয়েছে। কারো কারো আশা থাকলেও রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রগতির অভাবে তাদের মনে অনিশ্চয়তার জন্ম নিচ্ছে।

"আমি শুনেছি যে, আমাদেরকে যে নির্যাতন করা হয়েছে তার ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কিন্তু আমি যা বুঝতে পারছি, আমরা গত ৬ বছর যাবৎ অপেক্ষা করছি এবং আমাদের ন্যায় বিচার পাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। ন্যায় বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের সমাজে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। অনেকে আশাবাদী, আবার অনেকে বিচারের অপেক্ষায় হতাশাগ্রস্থ। মিয়ানমার সরকার আমাদের উপর যে গনহত্যা চালিয়েছে সেই বিষয়টি এখন কারো কাছেই অজানা নয়। বিশ্বের নেতাদের কাছে আমার আবেদন তারা যেন আমাদের উপর যে গনহত্যা চালানো হয়েছে তার সঠিক বিচারের জন্য সহায়তা করে ।" **(পুরুষ, ২২)**

"আমরা এই ভেবে সন্তুষ্ট যে আমাদের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অপরদিকে, এই প্রক্রিয়ার ধীর গতির কারনে আমরা হতাশাগ্রস্থও বটে।" **(পুরুষ, ১৮)**

"আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিত এবং আই.সি.সি. ও আই.সি.জে. উভয়ের চলমান প্রক্রিয়া নিয়ে হতাশ। আমাদের রোহিঙ্গা গোষ্ঠী ও অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর উপর মিয়ানমার দ্বারা সংঘটিত গনহত্যার বিচার নিশ্চিত করা এবং আমাদের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সমর্থন অতীব জরুরী।" **(পুরুষ, ২৯)**

রোহিঙ্গা যুবকদের জন্য এবং তাদের থেকে পাওয়া সুপারিশসমূহঃ

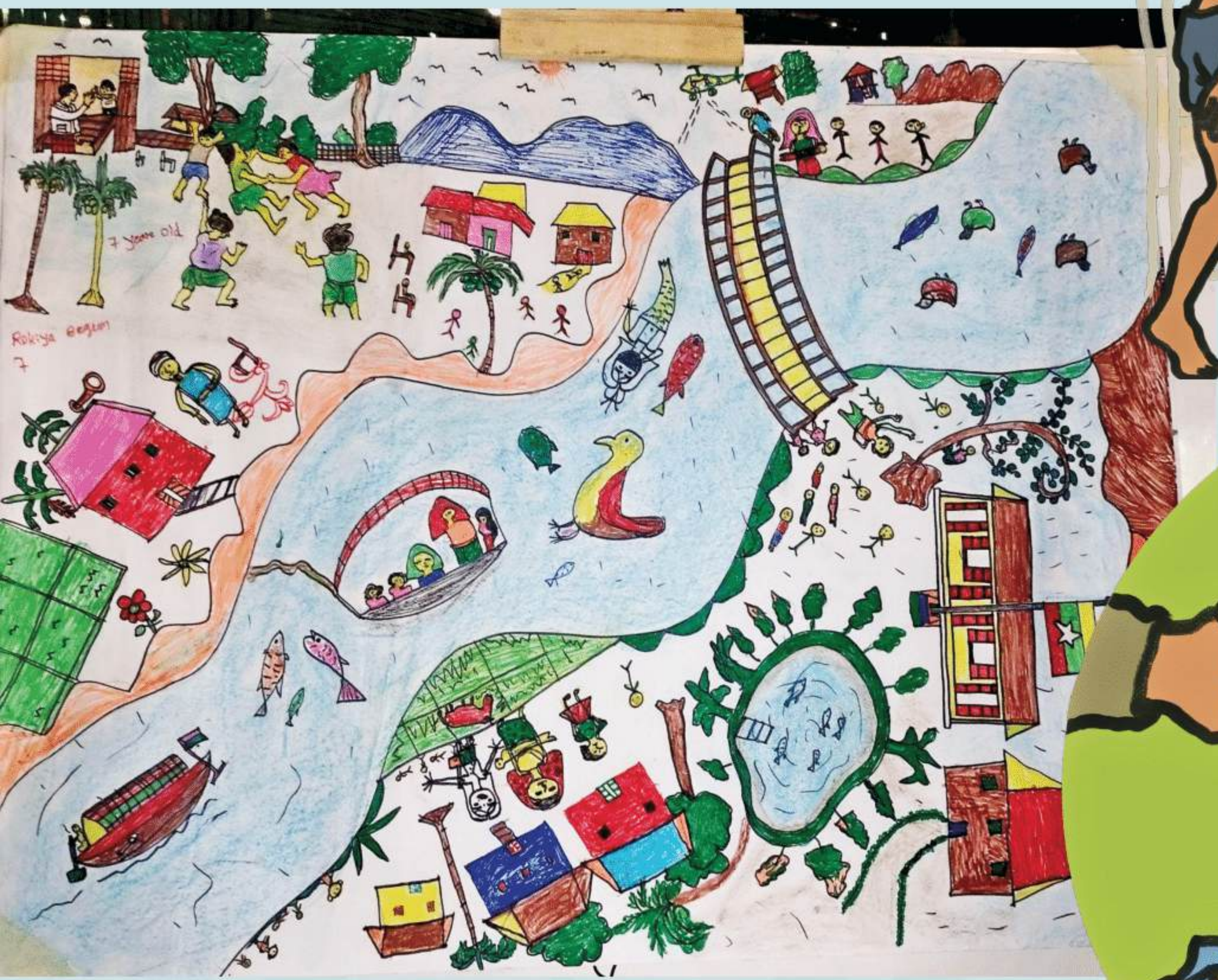

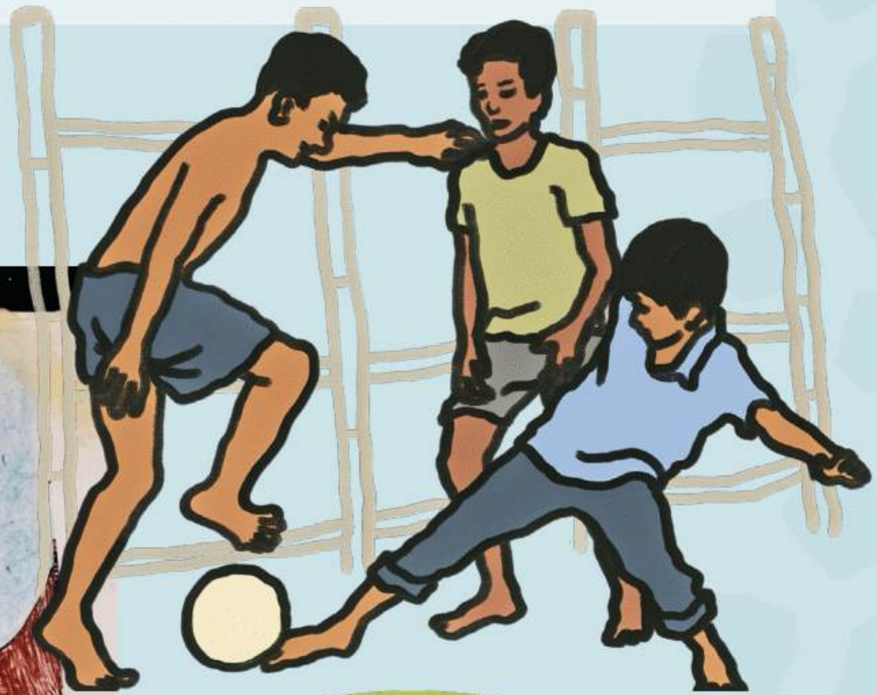

রোহিঙ্গা যুবকদের জন্য এবং তাদের থেকে পাওয়া সুপারিশসমূহঃ

(ক) রোহিঙ্গা যুবকেরা তাদের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা এবং সংঘাতের পুনরাবৃত্তি নিরশনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু, সুশিক্ষা অর্জন করা ছাড়া তারা এই অবদান রাখতে পারবেনা। বর্তমানে বহু রোহিঙ্গা নারী ও পুরুষের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

(খ) রোহিঙ্গা যুবকদের দক্ষতা আরও শক্তিশালী করা ও প্রশিক্ষণের যথাযথ সুযোগ তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা তাদের সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যতে পুনর্গঠন এবং তাদের নিজ গোষ্ঠীর পুনর্নির্মাণে অবদান রাখতে পারে।

রোহিঙ্গা যুবকদের জন্য এবং তাদের থেকে পাওয়া সুপারিশসমূহঃ

রোহিঙ্গা যুবকদের জন্য এবং তাদের থেকে পাওয়া সুপারিশসমূহঃ

(গ) রোহিঙ্গা যুবসমাজকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও সমর্থন প্রদান করতে হবে যাতে তারা রোহিঙ্গাদের জন্য উদ্ভাবনী, যুব পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে এই উদ্দেশ্যে যে তারা তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য মানসিক যন্ত্রণা নিরাময় এবং জরুরী সেবায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(ঘ) রোহিঙ্গা যুবকদের বিচারের প্রণালীগুলো, যেমন আই.সি.সি., আই.সি.জে. এবং আই.আই.এম.এম., এর সাথে সংযোগ বাড়ানোর জন্য বিশেষ পদক্ষেপসমূহকে সমর্থন করতে হবে যাতে ইহার কার্যকারিতা নৈপুণ্য ও স্বচ্ছতার সাথে হতে পারে।

(ঙ) রোহিঙ্গা যুবকদের সাথে সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে তাদের সাথে আলোচনা আরও জোরদার করতে হবে। রোহিঙ্গা যুবসমাজ মিয়ানমারকে একটি সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দেখতে চায় এবং সেখানেই ফিরে যেতে চায় যেখানে তাদের নাগরিকত্ব ও অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে সম্মান করা হবে।

ASIA JUSTICE AND RIGHTS

SAVE
Social Action of Voluntary Efforts

Indonesia

Jalan Tebet Utara III no. 7 Jakarta Selatan 12810 Indonesia Tel/Fax: +62 21 835 5550

Timor-Leste

Rua Karketu Mota-Ain 08 Suco Motael, Dili Timor-Leste Tel/ Fax: +670 7723 7170

AJAR Learning Centre

Jalan Pantai Berawa Gang Sri Kahyangan no. 1 Badung Bali 80361 Indonesia Tel/Fax: +62 361 474 1462

Main office

Roney Villa, North Mojupur, Lakshmipur Sadar-3700, Lakshmipur, Bangladesh. Contact: +8801977691122

Regional Office

Mansur Bhaban, Burmese Market, Cox's Bazar Sadar, Cox's Bazar- 4700, Bangladesh. Contact: +8801711574351

Project Office

Sikder Tower (2nd Floor), 55 Kolatoli, Cox's Bazar-4700, Bangladesh.